মুস্তাফিজুর রহমানের তুহিনের পিপি নিয়োগ বাতিল

মেহেরপুরের নারী ও শিশু নিযার্তন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি অ্যাড. মোস্তাফিজুর রহমান তুহিনকে নিয়োগ লাভের ১৪ দিন পর নিয়োগ বাতিল করলো আইন ,বিচার ও সংসদ বিষয়ক্র মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর বিভাগ।

গতকাল ২ ডিসেম্বর আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসলিসিটর(জিপি—পিপি) সানা মো: মাহরুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ নিয়োগ বাতিল করা হয়।

আদেশে বলা হয়, মেহেরপুর জেলার নারী ও শিশু নিযার্তন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতে নিয়োগ প্রাপ্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মুস্তাফিজুর রহমান তুহিনের বিরুদ্ধে জিআর ৪৯২/২০২২(মেহেরপুর) মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ তৎসহ ২০১২ সালের পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১)/৮(২)/৮(৩)/৮(৪) ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল হয়েছে। এ মামলায় গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে তিনি জামিন আছেন। রাষ্ট্রের স্বার্থ সমুন্নত রাখাসহ বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখার জন্য এ ধরণের স্পর্শকাতর মামলার আসামিকে পাবলিক প্রসিকিউটরের মত গুরত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা সমীচীন না হওয়ায় তাঁর নিয়োগ বাতিলপূর্বক তাঁকে পাবলিক প্রসিকিউটর পদ হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, মুস্তাফিজুর রহমানকে পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর থেকে মেহেরপুর ছাত্র—জনতা ব্যনারে আন্দোলন, মানববন্ধন, জজ কোর্ট ঘেরাও কর্মসূচী করা হয়েছিলো। সবশেষ ২৭ নভেম্বর জেলা প্রশাসককে ছাত্র—জনতা ১০দিনের আল্টিমেটাম দেয়।

গাংনীতে সহকর্মীদের শ্রদ্ধা ও

ভালবাসায় টিআই ফরিদার বিদায়

সহকর্মীদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও চোখের জলে কর্মস্থল থেকে শেষ বিদায় নিলেন গাংনী উপজেলা সমজাসেবা কার্যালয়ের টিআই ফরিদা ইয়াসমিন।

এসময় তাকে ক্রেষ্ট ও ফুল ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটান দীর্ঘদিনের সহকর্মী অফিসের সদস্যরা। দীর্ঘদিনের কর্মস্থল ত্যাগ করার সময় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন টিআই ফরিদা ইয়াসমীন। এসময় সহকর্মী ও অফিসের সদস্যের চোখে পানি চলে আসে।

একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সততা দিয়ে কর্মস্থলকে করেছিলেন আপন। ৩২ বছর ২ মাস সেবা দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সহকর্মীদের কাছে আপনজন আর সেবা গ্রহীতাদের পরম বন্ধু। ভালবাসা আর চোখের জলেই তাকে বিদায় দিয়ে বর্ণনা করেন কর্মময় জীবনের নানা স্মৃতিময় অধ্যয়।

কর্মময় জীবনের শেষ অফিস ছিল গত শনিবার। চাকুরী জীবনের শেষ দিনে তার বিদায়কে কেন্দ্র করে সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে সহকর্মীরা আয়োজন করেন অবসরজনিত বিদায়ী সংবর্ধনা। সেখানেই তৈরী হয় এক আবেগঘন পরিবেশ।

গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারি পরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বি এবং সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিসার কাজী মুনছুর আলী। অনুষ্ঠানে জেলার সকল সমাজসেবা কার্যালয় ও সরকারি শিশু পরিবারের কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা সমজাসেবা কার্যালয়ের টিআই ফরিদা ইয়াসমিন। তিনি গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনার সহধর্মীনি। দীর্ঘ ৩২ বছর ২ মাস তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তরে চাকুরী করেছেন। কর্মজীবনে পিছিয়ে পড়া মানুষ চিহ্নিত করে ভাতা ও ঋণ বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রমে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তার আচার-ব্যবহার আর যথাযথ দায়িত্ব পালনে

সহকর্মী আর উপকারভোগীদের কাছে প্রিয় পাত্র হয়েছিলেন। ফলে তার বিদায় অনুষ্ঠান ছিল এক বিষাদময়।
কর্মস্থলের সততা ও নিষ্ঠার জন্য এই সফল নারীকে সহকর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্রেস্ট ও ফুলের তোড়া।

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন করে কৃষকদের বাজিমাত

মেহেরপুরে আগাম জাতের গ্রীষ্মকালীন নাসিক জাতের পেঁয়াজ চাষে সফলতা পেয়েছেন কৃষক। এবছর জেলাজুড়ে দুই হাজার হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। পেঁয়াজের জমিতে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালংশাক আবাদ করে অল্প খরচে বেশি লাভ করছেন।

নতুন পেঁয়াজ বাজারে উঠতে শুরু করায় ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা কম দামে ক্রতারা পেঁয়াজ কিনতে পারছেন।

কৃষকরা বলছেন ভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি না হলে এবং ন্যায্য দাম পেলে লাভবান হবেন তারা। আর কৃষি বিভাগ বলছেন, গ্রীষ্মকালীন আগাম জাতের পেঁযাজ বাজারে উঠতে শুরু করেছে। খুব শিঘ্রই নতুন পেঁয়াজে দাম সাশ্রয় হবে। মেহেরপুর একটি সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরের মাঠ জুড়ে গ্রীষ্মকালীন নাসিক-৫৩ জাতের পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। এযেন সবুজের সমারোহ। গেল বছর পেঁয়াজের ভালদাম পেয়ে এবছরে আগাম জাতের গ্রীষ্মকালিন পেঁয়াজ আবাদ করেন অধিকাংশ কৃষক। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে পেঁয়াজ চারা রোপন করে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বাজারে উঠতে শুরু করেছে। প্রতিবিঘা জমিতে ৬০ থেকে ৬৫ মন পেঁয়াজ হবে বলে আশা কৃষকদের। বর্তমান বাজারমুল্য পেলে খরচের তিনগুণ টাকা লাভ হবে এমন প্রত্যাশা কৃষকদের।

জেলা কৃষি অফিসের ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা আশরাফুন্নেসা জানান, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলা বিভিন্ন মাঠে এবছর নাসিক ৫৩ জাতের পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে প্রায় ২ হাজার হেক্টর জমিতে। উক্ত জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদন হবে প্রায় ৪৮ হাজার ২০০ টন । এক কাঠা জমিতে সাড়ে তিন থেকে ৪ মন পেঁয়াজ উৎপাদন হওয়ার আশা চাষিদের। যা জেলার

চাহিদার প্রায় তিনগুন। জেলার মানুষের চাহিদা পুরুন করে বাকি পেঁয়াজ যাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বৃহত্তম জেলায়।

কৃষকদের পেঁয়াজের চাষে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন।

গাংনীর জুগিন্দা গ্রামের পেঁয়াজ চাষি সাহারুল ইসলাম, ফয়েজ উদদীন, আব্দুল কাদের বলেন, আমরা এর আগে কখনও গ্রীষ্মকালীন নাসিক- ৫৩ জাতের পেঁয়াজের আবাদ করিনি। স্থানীয় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কৃষি অফিসারের পরামর্শ পেয়ে এবছর গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ করতে বিনামূল্যে সার,বীজ,জমি প্রস্ততকরনের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করেছিলেন। পেঁয়াজ অনেক ভাল হয়েছে। ফলনও ভাল হচ্ছে। বাজারে নতুন পেঁয়াজের চাহিদা বেশি। পাইকারি ব্যবসায়ীরা জমি থেকে পেঁয়াজ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতি কেজি পেঁয়াজ পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ৮৫ টাকা থেকে ৯০ টাকা কেজি।

আমাদের জেলায় কমবেশি বিভিন্ন জাতের পেঁয়াজ আবাদ হয়। গেলবছর দুএকজন কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ করে লাভবান হয়। এবছর পেঁয়াজের আবাদে ঝুকেছেন অনেক কৃষক। একই সাথে পেঁয়াজের জমিতে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালং শাক আবাদ করেছেন চাষিরা।

মুজিবনগর গ্রামের কৃষক আক্কাস আলি ও মুক্তার মুনসি বলেন, এক বিঘা জমিতে দুই কেজি পেঁয়াজের বীজ বপন করতে হয়। প্রতি কেজি পেঁয়াজের বীজের দাম ২ হাজার টাকা। আমাদের পেঁয়াজের বীজ,সারসহ বিভিন্ন উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান করে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। পেঁয়াজের সাথে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালংশাকের বীজ বপন করেছিলাম। দুই সপ্তাহ পর মুলা ও পালংশাক বিক্রি করে ভাল টাকা আয় হয়েছে।

সদর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের কৃষক আব্দুল আলীম বলেন,গেল বছর দশ কাঠা জমিতে পেঁয়াজের আবাদ করে ৩০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল। এবছর দেড় বিঘা জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ করেছি। একই জমিতে লালশাকের বীজ বুনে ছিলাম। লালশাক আগে বিক্রি করেছি। এখন পেঁয়াজ বিক্রি করছি। দাম ভাল পাচ্ছি। বিক্রি শেষে খরচের দেড়গুণ টাকা লাভের আশা আছে।

পিএসকেএস এর কৃষি কর্মকর্তা জুয়েল বিশ্নাস বলেন, সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষি খাতের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে অনেক কৃষকদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করতে প্রদর্শনী দেয়া হয়।

পেঁয়াজের আবাদ অনেক ভাল হয়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: ইমরান হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার মাটিতে সব ধরনের আবাদ হয়। জেলার আবহাওয়া সব আবাদের উপযোগী। পেঁয়াজের আবাদের জন্য জেলার খ্যাতি রয়েছে। গ্রীষ্মকালীন নাসিক- ৫৩ জাতের পেঁয়াজ এবছে অনেক ভাল হয়েছে। বাজার নতুন এই পেঁয়াজ উঠতে শুরু করায় পেঁয়াজের দাম এখন ক্রেতাদের নাগালে। আমরা সব কৃষকদের সহযোগীতা অব্যাহত রেখেছি, পাশাপাশি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা পিএসকেএস কৃষকদের চাষাবাদে নানা ধরনের সহযোগীতা করে কৃষিকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

মেহেরপুরে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

অতি মুনাফালোভী দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারণে পেঁয়াজ ও আলুর দর বৃদ্ধি এবং আইনে নিষিদ্ধ খোলা ভোজ্য তেল বিক্রির প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এই মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ক্যাব মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক সহ ক্যাব নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন ক্যাব সদস্য ও মেহেরপুর প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বেন ইয়ামিন মুক্ত, ক্যাব গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, প্রভাষক রফিকুল আলম বকুল ও ক্যাব সদস্য প্রদীপ ও দিলারা জাহান প্রমুখ।

পেঁয়াজ ও আলু এবং ভোজ্য তেল এর বিষয়ে ভোক্তা অধিকার রক্ষা করার

দাবি জানিয়ে মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিবাদী এই কর্মসূচিতে ক্যাব সদস্যরা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগের পথযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান

দুই দফা দাবিতে মেহেরপুরে মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগ জামাতের পথযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। আজ সোমবার (২ ডিসেম্বর) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

মেহেরপুর জেলা তাবলীগ জামাতের আমির ডা: আব্দুল বাকীর নেতৃত্ব হাজারো সমর্থকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পথযাত্রা শেষে সমবেত হয়।

স্মারকলিপিতে তাদের দাবি, কোনরূপ যৌক্তিক কারণ ছাড়াই দাওয়াত ও তাবলীগের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে পারছেন না। বিগত ৭ বছর ধরে কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যবান বক্তব্য শুনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। অথচ তিনি পূর্বে বিশ্ব ইজতেমার প্রধান বক্তা ছিলেন এবং আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করতেন। তিনি বাধাহীনভাবে সারাবিশ্বে তাবলীগের কাজে সফর করে চলেছেন। তাই এ বছর যাতে তাদের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে পারেন সেজন্য জোর দাবি জানান তারা।

অপরদিকে বিগত ৭ বছর ধরে মাওলানা জুবায়েরপন্থীগণ তাদের মূলধারার সাথীদের মসজিদে দাওয়াতের কাজ বন্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার করেন। যা ইসলামি শরিয়ত, বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার স্বার্থে দেশের সকল মসজিদে বাধাহীনভাবে

তাবলীগের কাজ পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট আদেশ জারির জন্যও দাবি করেন মেহেরপুরের মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগ জামাতের নেতা-কর্মীরা।

মেহেরপুরে বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশন দিবস পালিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশন (বিএনএফ)-এর সহযোগী সংস্থাসশূহের আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদায বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশন দিবস-২০২৪ পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার (০২ ডিসেম্বর) দিবসটি উদ্যাপন উপলেক্ষে এক আলোচনা সভা জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা এনজিও সমিতির সভাপতি মুহঃ মোশাররফ হোসেনের সভাপত্বিতে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনির, ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম।

সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলার বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধিত্বকারী সুবাহ্ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মউকের উন্নয়ন কর্মী মুরাদ হোসেন, পল্লি জনউন্নয়ন কল্যাণ সংস্থা নির্বাহী পরিচালক গোলাম কিবরিয়া, মোছাঃ মহিমা খাতুন, মোছাঃ ছামিয়ারা খাতুন, সুফিয়া খাতুন, হাসনাত আলী।

এর আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে

প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইলামিক ফাউণ্ডেশন প্রাঙ্গনে গিয়ে শেষ হয়।এসময় প্রধানগণ, কর্মকর্তা কর্মচারী, উপকারভোগী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ র্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করেন।

মেহেরপুরে শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবে দুর্বৃত্তদের হামলা- ভাঙচুর

মেহেরপুরে শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবে দুর্বৃত্তরা হামলা-ভাঙচুর করেছে। গতকাল রবিবার (০১ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে কাথুলি বাস স্ট্যান্ড সড়ক ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়া অবস্থিত শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবটি সরজমিন দেখা যায় চেয়ার, ব্যানার, ফেস্টুন সহ গেটে তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর করা হয়েছে ।

শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজা সাংবাদিকদের জানান, শেখ হাসিনা সরকার পালিয়ে যাওয়ার পরে যে স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি তার বড় অবদান আবু সাঈদের তার নামকে স্মরণ করে আমরা এই ক্লাবটি দিয়েছি। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের সহ্য হচ্ছে না। তারা এই কাজটি করতে পারে বলে আমি ধারণা করছি এবং আমরা দ্রুত প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যারা এই নেককারজনক কাজটি করেছে তাদেরকে দ্রুত গ্রেফতার ও আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আর প্রশাসন যদি কিছু না করতে পারে আমরা এর কঠোর আন্দোলন শুরু করবো।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস এ ক্লাবের উদ্বোধন করেন।

প্রকৌশলী লিওনের বিরুদ্ধে সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর ক্ষতিপূরণ মামলা

মিথ্যা মামলা করে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি ও সাংবাদিকতায় বাঁধাগ্রস্থ করার কারণে মামলা থেকে অব্যহতি পেয়ে প্রকৌশলী তোহিদুল ইসলামের লিওনের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ মামলা করলেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

গত ২৭ নভেম্বর মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে তিনি এ মামলা দায়ের করেন। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ২৭ জানুয়ারি আসামিকে আদালতে হাজির হওয়ার সমন জারি করেছেন।

মাহাবুব চান্দু আইনজীবী নজরুল ইসলাম এসকল তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুর প্রতিদির পত্রিকার অনুসন্ধানী সংবাদের খোজে ২০২৩ সালের ২৪ জুলায় দুপুর ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে ১টা ১৬ মিনিট পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রে ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মূলক সাংবাদিকতার কাজে নিয়োজিত থাকেন। বাদী তথ্যাদি সংগ্রহ করে তার অফিসে ফিরে আসেন এবং মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রের মেডিকেল আফিসার ডাঃ রুমানা হেলালী এর বিরুদ্ধে গ্রহনকৃত সংবাদ ও তথ্যাদি মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদপত্রের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন কে অবহিত করেন। দুপুর অনুমান আড়াইটার দিকে ডাঃ রুমানা হেলালীর পিতা সাবেক মেয়র মুতাছিম বিল্লাহ মতু মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে মোবাইল ফোনে বাদী ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ভয়ভীতি ও মামলা করার হুমকি দেন।

তারপর ২৬ জুলা মোতিাছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিন তাহার ফেসবুক আইডি আইডি দিয়ে মেহেরপুর সদর থানা বরাবর বাদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাদাবাজীর লিখিত অভিযোগ ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার করেন এবং কমেন্ট করেন যে “তুই যে ক্লিনিকে চাঁদা চাইতে এসে গনধোলাই এর ভয়ে তাড়া খেয়ে পালায় গেছিস সেটা বল, আসল সত্যতা মানুষ জানুক ” । সহ বিভিন্ন মান হানিকর মন্তব্য ও কমেন্ট করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে ভাইরাল করে।

মোতাছিম বিল্লাহ মতু তার ফেসবুক আইডি দিয়ে অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিককা মেহেরপুর নিউজ.কম এর ফেসবুক পেজের মাধমে মাধ্যমে গত ইং ৩১/০৭/২০২৩ তারিখে লাইভে এসে বাদীকে মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগে একটি লাইভ প্রোগ্রাম করে। মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন তার মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার হিসাবে উক্ত ক্লিনিকের ফেসবুক আইডি দিয়ে মোত্তাকি বিল্লাহ শাফিন এর পোষ্টকৃত বাদীর মিথ্যা চাঁদা দাবির লিখিত অভিযোগ গত ইং ২৬/০৭/২০২৩ তারিখে প্রচার করে ভাইরাল করে। বিবাদী তৌহিদুল ইসলাম লিওন তাহার ফেসবুক আইডি থেকে মোত্তাকি বিল্লাহ শাফিন এর ফেসবুক পেজে কমেন্ট কেও বিবাদীর সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেন।

বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে মানহানিকর বক্তব্য অপপ্রচার কেও থেমে না থেকে সাংবাদিকতার পেশাকে কলুষিত ও মানহানি করিবার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে ও পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাদী ও বিবাদীর বাড়ী মেহেরপুরে হওয়া সত্বেও শুধুমাত্র হয়রানী করার উদ্দেশ্যে বাদীর বিরুদ্ধে ঢাকাতে মামলা দায়ের করেন। যাতে প্রায় এক বৎসরেরও অধীক সময় বাদী ঢাকাতে যাতায়াত ও মামলা পরিচালনায় আর্থিক, মানষিক ও শারিরীক ক্ষতির সম্মুখিন হন। বাদি আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সুসাংবাদিকতা যাতে কেউ আঘাত করতে না পারে সে কারণে আদালতের শরনাপন্ন হয়ে আসামি বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেন।

গাংনীতে ফসল ও গাছ কেটে জমি দখলের অভিযোগ

জুলাই আগস্ট অভ্যুত্থানের পর খাল-বিল জমিসহ নানধরনের দখলদারিত্বের কবলে সাধারণ মানুষ। তারই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ খসরু ইসলামকে হুমকি প্রদান, তার নিজ জমির গাছ-খড় ও ফসল কেটে জমি দখল করেছে কিছু দূর্বৃত্ত ভূমিদস্যু। এ বিষয়ে তিনি একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সেনা কমান্ডার যৌথ বাহিনী মেহেরপুর ব্যাটেলিয়নে।

অভিযোগ পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, গাংনী উপজেলার বামন্দী

ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে ২৬ নম্বর মৌজায় ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত আমার ছয় ভাই বোনসহ অপর আরো কয়েকজনের তপশীলভুক্ত জমিতে প্রায় এক লক্ষ টাকার খড় এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বনজ গাছ কেটে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এখন তারা আমাদের উক্ত জমিতে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক হুমকিও দিচ্ছে। গত ১৪-১১-২০২৪ তারিখে তারা নালিশী জমিতে জোর করে লাঙ্গল দিয়েছে। ইতিপূর্বে থানা পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিখিত অঙ্গীকার দিয়েছিল তারা আমাদের জমিতে কখনো যাবে না। আমাদের বাড়ি থেকে জমির দুরত্ব প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় আমাদেরকে অসহায় ও দুর্বল ভেবে জমিটা গ্রাস করার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে। জমির সাথে এই সমস্ত দখলদার দুর্বৃত্তদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা নেই বা পূর্বেও ছিল না। তাদের সাথে কোন প্রকার মামলাও নেই। অথচ তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জোর পূর্বক জমি দখল করতে চাই। জমির তপশীল ও পরিমাণ উল্লেখ করেন – মৌজা ২৬ নং রামনগর, খতিয়ান নম্বর আরএস ১৭২,১৭৩,৩৫২,১২৮৩, দাগ নম্বর ২৯৫৬,৩২৭১,২৯৫৮,২৯৫৬,৩১৫৮ এবং জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৫৯ একর, ০.০৮ একর, ০.৩৬ একর, ০. ১৮ একর।

জমিগুলো আসামিদের কবল থেকে মুক্ত করে দিতে সেনা কমান্ডার বরাবর আবেদন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. খসরু ইসলাম।

জমির মালিক মো. হারেজ উদ্দিন পিতা মৃত হুজুর আলী সাং গাড়াডোব, থানা গাংনী, জেলা মেহেরপুর। জমির পরিমাণ ০৯.১৪ একর। হারেজ উদ্দিন ২০১৮ সলে মৃত্যুবরণ করলে ছেলে খসরু ইসলামসহ হারেজ উদ্দিনের ছয় সন্তান জমির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হন।

জমির কাগজপত্র ও দলিলাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় – এটি ছিল মূলত বিনিময় সম্পত্তি। গাংনী থানার বামুন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে মৃত আব্দুর রহমান এবং ওনার প্রতিপক্ষ মৃত আবু বকর কারিকর নিজেদের স্বত্ব দাবী করে আলাদা আলাদাভাবে তৎকালীন কুষ্টিয়ার ডিসি’র কাছে বিনিময় দলিল পেশ করেন। দুটি দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডিসি সরজমিনে তদন্ত করে আবু বকর কারিকরের দলিল বাতিল করে দেন এবং আব্দুর রহমানের দলিল গ্রহণ করেন ও এর সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ১৮,০৩,১৯৭৭ তারিখে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিনিময় নিশ্চিতকরণ ও সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ০৮,০৪ ১৯৭৭ তারিখে কুষ্টিয়া ডিসি আব্দুর রহমানের অনুকুলে রেজিস্ট্রি দলিল করে দেন। দলিল নম্বর ৩৯১১। তৎকালীন কুষ্টিয়া ডিসি কর্তৃক দলিল রেজিস্ট্রি দেন যার বিনিময় মিস কেস নম্বও ১০৫(সিএল)৬৬-৬৭।

আবু বকর কারিকর এই দলিলকে চ্যালেঞ্জ করে মেহেরপুর সাব- জজ কোর্টে মামলা করেন ১৯৯৪ সালে। এ মামলায় পরাজিত হয়ে ৯৬ সালে মেহেরপুর জজকোর্টে আপীল করেন। আপীল নম্বর ১৯/১৯৯৬। ২৬/১/২০০৬ তারিখে জেলা জজ, মেহেরপুর কর্তৃক আপীলের চুড়ান্ত রায়ে আবু বকর কারিকর পরাজিত হন। পরবর্তিতে এই জমি নিয়ে আর কোন মামলা মোকদ্দমা হয়নি।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব মেহেরপুরের অফিসে জমির কাগজপত্র সাবমিট করলে তিনি ২৬/৭/২০১১ তারিখে খাজনা প্রদানের আদেশ দেন। এরপর ১৯৬২ সাল থেকে খাজনা আপ-টু-ডেট করা হয়। বর্তমানে ওয়ারিশগণ খারিজের জন্য অনলাইনে আবেদন খরেছেন এবং তা প্রক্রিয়াধীন আছে।

জমির মালিকের বসবাসের বাড়ি থেকে জমিটি বিশ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় বারবার দখলকারীদের রোষানলে পড়তে হয় মালিকদের। দখলকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট গাংনী থানায় নালিশ করলে ওসি বিষয়টি আমলে নিয়ে তাদের থানাতে হাজির হতে বলে। গত ১০/১০/২০১৮ তারিখে দখলকারী ১৭ জন থানায় হাজির হয়। উভয়ের উপস্থিতিতে আলোচনা শেষে ১৭ জন দখলকারী এই মর্মে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে যে, ভবিষ্যতে আর কখনো জমির উপর যাবে না। তিন’শ টাকার স্ট্যাম্পে এই সমঝোতা স্বাক্ষর হয়। এছাড়াও কোন এক সময় এই দখলকারীরা ইউএনও গাংনী বরাবর একটি আবেদন করেছিল এই জমিটি সরকারি খাসজমি তাই আমরা লিজ নিতে চাই বোলে। কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইউএনও গাংনী জমির মালিকানা নিশ্চিত করে এবং তাদের দাবী অগ্রাহ্য করে পত্র প্রেরণ করেন। যার স্মারক নং- ০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০৪.০১৭.১৯-৮৮৫, তারিখ- ১১/০৭/২০১৯।

কাগজ-পত্র পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় দখলদারদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারায় মামলা করেন জমির মালিক হারেজ উদ্দিন। সেই মামলাতেও ০৬/০৪/২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরপুর হারেজ উদ্দিনের পক্ষে রায় ঘোষণা করে। যার মামলা নম্বর- ১৯৬/১৫ (৫২/১২)। উল্লেখ্য রামনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এই জমি থেকে হারেজ উদ্দিন ০৭ শতক জমি রেজিস্ট্রি করে দেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যাদের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ আনা হচ্ছে, মামলা করা হচ্ছে তাদের সাথে এই জমির কোনোই সংশ্লিষ্টতা নেই। এদের সাথে জমি নিয়ে কোনোদিন মামলা ছিল না। এরা সম্পুর্নভাবে তৃতীয় পক্ষ যারা রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে জমিগুলো জোর দখল করতে চায়। সাম্প্রতিক সময়ে জোর করে এই জমির উপরে একটি মসজিদও নির্মাণ করে তারা।

হারেজ উদ্দিনের ০৯.১৪ একর জমির মধ্যে থেকে কিছু জমি ক্রয় করে রামনগর গ্রামের ছবদুলের ছেলে ছাদিমান, আনোয়ার, আলতাব এবং ছহিরুদ্দিনের ছেলে শওকত। এরাও কেউ তাদের ক্রয়কৃত জমি ভোগদখল করতে পারে না।
সম্পুর্ন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুর্বৃত্তরা হারেজ উদ্দিন ও তার উত্তরাধিকারদের নিজ নামিও জমি থেকে ফসল কাটে নেয়া গাছ কেটে নেয়া খড় কেটে নেয়া এবং অবৈধ ভাবে মসজিদ নির্মাণ করে দখলের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে।
৫ আগস্টের পূর্বে দুর্বৃত্তদের নেতৃত্বে ছিলো আওয়ামী লীগের নেতারা। পালাবদলের সাথে সাথে নেতৃত্বে এসেছে বিএনপির নেতারা। কাগজ যার জমি তার আইনে থাকলেও বার-বার সেই জমি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে জমির মালিকদের।
রামনগর গ্রামের রহমান আলির ছেলে খলিল জমি দখলকারীদের একজন। তাকে জমি দখলের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। তার কাছে জমির বৈধ কোনো কাগজপত্র নাই বলেও জানান।

রামনগর গ্রামের সাধারণ মানুষ স্বীকার করেন জমির বৈধ মালিক হারেজ উদ্দিন। গ্রামের কিছু লোক অবৈধভাবে দখল করেছে। হারেজ উদ্দিনের সন্তানরা অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। তাদের বারবার এই জমি নিয়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তারা তাদের জমি ফেরত পাক এটাই গ্রামবাসীর চাওয়া।

শুরু থেকেই চিহ্নিত ২১ জন দুর্বৃত্ত এই দখলের সাথে জড়িত।

তারা হলেন – রামনগর গ্রামের মরজেত কামারের ছেলে মান্নান, আব্দুল কাদেরের ছেলে স্বপন, আব্দুর রহমানের ছেলে খলিল, গোলাম রসুলের ছেলে আলছাব, মকলেছ আলির ছেলে আশাফুল, মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে ছালাম, আফফানের ছেলে ইন্তাজ, আফফানের ছেলে শরিফুল, মৃত আফেল কামারের ছেলে রমজান আলী, আনসার আলী আরোর ছেলে সাজেদুল ইসলাম, নাদের কামারের ছেলে সবকুল, শামছুল হকের ছেলে শিপন আলি, বক্কর আলির ছেলে সুজন আলি, মৃত মরজেত আলীর ছেলে ময়নাল, ময়নাল আলীর ছেলে ইজুল, ছব্দুল শাহর ছেলে কুরবান শাহ, মৃত চমৎকারের ছেলে মহিবুল, মৃত মল্লিক এর ছেলে আফফান, আফফানের ছেলে কুদরত আলী, আফফানের ছেলে সাইদ আলী, আফছারের ছেলে নজিমসহ আরো অনেকে।

এরা সকলেই হারেজ উদ্দিনের জমিতে আর কখনো যাবেনা বলে গাংনী থানায় মুচলেকা দেয়। হারেজ উদ্দিনকে তার জমির দখল থেকে কোনোরূপ উচ্ছেদের চেষ্টা, জুলুম, খবরদারী না করার অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর

করে। সূত্র : ফৌজদারী কার্যবিধি ১৪৫ ধারার নোটিশ নম্বর ১৮০/১৬।

গাংনীতে জাভেম মাসুদ মিল্টনের পক্ষে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সব আসামিকে খালাস দেয়ায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নির্দেশনায় গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির একাংশের উদ্যোগে রবিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিশাল আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শতশত নেতাকর্মী অংশ নেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী উপজেলা জাসাসের সভাপতি সেলিম রেজা, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ইনামুল হক, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আলীম মাস্টার, পৌর যুবদলের নেতা আব্দুল গাফ্ফার, ইমন আহম্মেদ, সজিব আহম্মেদ জনি, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রিপন হোসেন, ছাত্রনেতা নাসিম আহমেদসহ বিভিন্ন অংগ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।